R.N. No.2532/87 Ph.-266228 (Press), STD 03483, M-8436330907 P. Regd. No.MSD/05/2010-12

উন্নতমানের পাগ মিল চিমনী ইটের জন্য যোগাযোগ করুন।
ইউনাইটেড ব্রীক্স
ওসমানপুর, পোঃ-জঙ্গিপুর
(মুর্শিদাবাদ)
ফোন নং- 03483 - 264271
M - 9434637510
পরিবেশ দূষণ মুক্ত করতে বৃক্ষরোপণ করুন। ভূ-গর্ভস্থ জলের অপচয় রুখতে বৃষ্টির জল সংরক্ষণ করুন।

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W.B)
প্রতিষ্ঠাতা – স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)
প্রথম প্রকাশ : ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং-১২/১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক অনুমোদিত)
ফোন ঃ ২৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ।। মুর্শিদাবাদ
মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য - সভাপতি
শত্রুঘ্ন সরকার - সম্পাদক

৯৮ বর্ষ
৩১শ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ১২ই পৌষ, ১৪১৮।
২৮শে ডিসেম্বর ২০১১ সাল।
নগদ মূল্য : ২ টাকা
বার্ষিক : ১০০ টাকা

তিন দিনের বাস ধর্মঘট উঠে গেলেও সমস্যা সেই তিমিরেই থেকে গেলো

নিজস্ব সংবাদদাতা : ২২ থেকে ২৪ ডিসেম্বর টানা ৭২ ঘন্টার বাস ধর্মঘটের মধ্যে দিয়ে প্রশাসন ও পরিবহন দপ্তরকে চূড়ান্ত হুঁশিয়ারী দিলো মুর্শিদাবাদ জেলা বাস মালিক সমিতি। ২৫ ডিসেম্বর বড়দিন থেকে বাস চলাচল স্বাভাবিক হয়েছে। মালিকপক্ষের বক্তব্য, ২০০২ সাল থেকে প্রশাসনকে বার বার জানানো সত্ত্বেও প্রতিশ্রুতি ছাড়া কিছু হয়নি। এদিকে যন্ত্রপাতি, টায়ার, তেলের দাম, ট্যাক্স সব কিছুর দাম কয়েকগুণ বেড়ে গেলেও ভাড়া বাড়ানো হচ্ছে না। মালিক পক্ষ ২০০৮ এর নির্ধারণ করা ভাড়াই দাবী করেছেন, নতুন কিছু নয়। গ্রামাঞ্চলে যেসব লছিমন বা ঐ ধরনের গাড়ী চলছিলো তাদের সঙ্গে ইদানিং জিপসীর মতো 'ম্যাজিক' গাড়ীগুলো শহর ছেয়ে ফেলেছে। এদের কাগজপত্র, নম্বর প্লেট কিছুই নাই। তাই দুর্ঘটনা ঘটলে ধরবারও কিছু নাই। ট্রেকারগুলোর প্রায় ৭০ শতাংশের রুট লাইসেন্স, ড্রাইভিং লাইসেন্স নাই। এদের পুলিশ ধরছেনা। বাস মালিক মনিরুদ্দিন মণ্ডল, জয়দেব মুখার্জী, বৈদ্যনাথ দত্তকে প্রশ্ন করা হয়, আপনারা ছাদে কেন যাত্রী নেন ? তাঁদের উত্তর, আমরা নিই না। জোর করে যাত্রীরাই চাপে। নামাতে গেলে কনট্রাক্টর মার খায়। ডোমকল, জলঙ্গী এলাকায় প্রায় এই ধরনের ঘটনা ঘটছে। বহরমপুরের শত শত রিক্সাচালক সন্ধ্যার পর ছাদে উঠেই বাড়ী ফেরে ৫/১০ কিলো মিটার দূরের গ্রামে। (শেষ পাতায়)

জঙ্গিপুর কলেজ কর্তৃপক্ষের কভার তারে হুকিং এর গল্প মানুষকে কতটা প্রভাবিত করবে ?

নিজস্ব সংবাদ দাতা : জঙ্গিপুর কলেজে কভার তারে হুকিং এর তার ঝুলিয়ে বিদ্যুৎ চুরির ছবি তুলে একটা দৈনিকের সাংবাদিকেরা আলোড়ন তোলার চেষ্টা চালিয়েছেন। এটা কলেজের ভাবমূর্তি নষ্ট করার ষড়যন্ত্র ছাড়া আর কি হতে পারে। এ উক্তি জঙ্গিপুর কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ আবু শুকরানা মন্ডলের। তিনি জানান, তিন মাস অন্তর ১৫ থেকে ২০ হাজার টাকা বিদ্যুৎ বিল মেটানো হয়। আগে পুরো কলেজ চত্বরে ১৪টা মিটার ছিল। বিদ্যুৎ দপ্তর নিজেদের সুবিধার জন্য ৫টিতে নিয়ে আসে। তিনি জানান, সব থেকে হাস্যকর ব্যাপার কমার্স বিল্ডিং এর সামনে কভার তারে হুকিং এর তার ঝুলিয়ে ছবি তোলা হয়েছে। ১৭ ডিসেম্বর কলেজে ছাত্র সংসদের নির্বাচন হওয়ায় আসবাবপত্র বাইরে বার করা হয়। যার জন্য ১৯ ডিসেম্বর সোমবার কলেজ বন্ধ ছিল। ঐ দিন ফাঁকা কলেজে ছবিটা তোলা হয়। এটা একটা সাজানো ঘটনা। হুকিং এর খবর প্রকাশ পাবার পর বিদ্যুৎ দপ্তর আমাদের চিঠি করে। দপ্তরের লোকজন এসে মিটার বা অন্যান্য সব কিছু পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে দেখে গেছেন। তারা কোন ত্রুটি পাননি। ওদের কথা মত একটা চিঠিও আমরা বিদ্যুৎ দপ্তরে পাঠিয়েছি। আমরা চাইছি এর চূড়ান্ত কিছু একটা হোক যাতে প্রাচীন কলেজের সুনাম অক্ষুন্ন থাকে। এ প্রসঙ্গে কলেজ গভঃ বডির সরকারি প্রতিনিধি বিকাশ নন্দ জানান, নির্বাচনের (শেষ পাতায়)

নাট্যম বলাকার রজতজয়ন্তীবর্ষ

নিজস্ব সংবাদদাতা : ১৮ থেকে ২২ ডিসেম্বর ২০১১ রঘুনাথগঞ্জ রবীন্দ্রভবনে নাট্যম্ বলাকা তাদের রজতজয়ন্তীবর্ষ পালন করলো ৫টি নাটক মঞ্চস্থ করে। প্রথম দিনের নাটক রবি ঠাকুরের 'দেনা পাওনা' প্রত্যেকের অভিনয়, পরিচালকের নির্দেশনা বেশ মুন্সীয়ানার পরিচয় দেয়। ১৯ ডিসেম্বর 'চৈতন্য' এবং ২০ ডিসেম্বর 'সন্তাপ' তেমন দর্শক টানতে পারেনি। তবে "শুধু মাত্র প্রাপ্ত বয়স্কদের জন্যে" বার বার (শেষ পাতায়)

শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের কর্মীরা বেতন পেলেন

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ ধুলিয়ান পুরসভার এক্তিয়ার ভুক্ত শিশুশিক্ষা কেন্দ্রের ৭৪ জন কর্মীর বেতন বর্তমান কংগ্রেস বোর্ড গত দু'মাস বন্ধ রাখে। আগের সি পি এম বোর্ড আইন বহির্ভূতভাবে এইসব কর্মীদের নিয়োগের অভিযোগ এনেই বেতন স্থগিত রাখা হয় বলে খবর। এর প্রেক্ষিতে সিপিএমের লাগাতার আন্দোলনের (শেষ পাতায়)

ভাঙনের হাত থেকে গাদীর কালীমন্দির রক্ষা পাক

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ সাগরদীঘির মুসলিম অধ্যুষিত গ্রাম গাদীর জাগ্রতা কালীমায়ের মন্দির গঙ্গা ভাঙনে আক্রান্ত। একরকম ঝুলন্ত অবস্থায় টিকে রয়েছে। মায়ের মহিমা ছাড়া এটা সম্ভব নয় বলে এলাকার আবালবৃদ্ধবনিতার বিশ্বাস। এই বিশ্বাসের টানে শনি ও মঙ্গলবার আশপাশ এলাকার বহু মানুষ মায়ের মন্দিরে ভিড় করেন। ভাঙন প্রতিরোধের ব্যবস্থা ও মন্দিরটি সংস্কারের দাবী জানাচ্ছে এলাকার আপামর মানুষ।

বিয়ের বেনারসী, স্বর্ণচরী, কাঞ্জিভরম, বালুচরী, ইক্কত বোমকায়, পৈটানি, আরিষ্টিচ, জারদৌসী, কাঁথাষ্টিচ, গরদ, জামদানী, জ্যাকার্ড, মুর্শিদাবাদ সিল্ক শাড়ী, ঢাকায় জামদানী, কালার থান, মেয়েদের চুড়িদার পিস, টপ, ড্রেস পিস, পাইকারী ও খুচরো বিক্রী করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।
ঐতিহ্যবাহী সিল্ক প্রতিষ্ঠান
গৌতম মনিয়া
ষ্টেট ব্যাঙ্কের পাশে [মির্জাপুর প্রাইমারী স্কুলের উল্টো দিকে (এ.সি.)]
পোঃ-গনকর (মুর্শিদাবাদ) ফোন:২৬২০৪১/২৬২১৭৬, মোবাইল-৯৪৩৪০০০৭৬৪/৯৩৩২৫৬৯১৯১
।। পেমেন্টের ক্ষেত্রে আমরা সবরকম কার্ড গ্রহণ করি ।।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

১২ই পৌষ বুধবার, ১৪১৮

।। বড়দিন ।।

প্রাজ্ঞ তিনজন বাহির হইয়াছিলেন পূর্বদেশ হইতে সেই নবজাতকের সন্ধানে, সঙ্গে বহন করিয়া চলিয়াছিলেন তাঁহার জন্য মূল্যবান উপহার। একটি উজ্জ্বল নক্ষত্রের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া তাহাদের অভিযাত্রা। তখন শীতকাল। প্রচণ্ড ঠাণ্ডা। বেথেলহেমে সেদিন ছিল দারুণ কনকনে শীত। দুর্যোগ আর শৈত্যের মধ্যে এক দম্পতিও আশ্রয়ের খোঁজে পান্থশালায়। তাহারা হইলেন জোসেফ এবং মেরি। মেরি আসন্ন প্রসবা। পান্থশালায় আশ্রয় না পাইয়া বাধ্য হইয়া আসিলেন এক আস্তাবলে। সেদিন রাত্রে ভূমিষ্ট হইলেন মানবত্রাতা যিশুখৃষ্ট। ২৫শে ডিসেম্বর। সারা বিশ্বের মানুষের নিকটে এক বিশেষ দিন। এই দিন আসিয়াছিলেন ধরণীর বুকে মৈত্রী-প্রেম-ভালোবাসা-শান্তির বার্তা বহন করিয়া আনিয়াছিলেন মহামানব যিশু। তাঁহার জন্মদিন বড়দিন বলিয়া চলিয়া আসিতেছে। এই দিনটি খৃষ্টানদের নিকটেই শুধু পবিত্র দিন নহে, পৃথিবীর সমস্ত মানুষের কাছে পবিত্র দিন, উৎসবের দিন, খুশির দিন, আনন্দ – আমাদের দিন – বড়দিন। শোনা যায় চতুর্দ্দশ শতাব্দী হইতে ২৫ ডিসেম্বরকে যিশুর জন্মদিন বলিয়া স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছে। তাই এই দিনটি তাঁহার হ্যাপি বার্থ ডে। খিস্টমাস নামটি নাকি তাহার পাঁচশত বৎসর পর প্রচলিত হইয়াছে। এই দিনটিকে ঘিরিয়া আনন্দের কত আয়োজন, আলোক সজ্জার কত বৈচিত্র। ফিরিয়া ফিরিয়া আসুক এই দিন প্রতি বৎসর – এই প্রার্থনা সকলের। কেহ কেহ বলেন বড়দিন হইল বড়দিনের উৎসব। বড়দিনের মহামানবের প্রতি শ্রদ্ধা এবং নতজানু প্রণতি নিবেদনের দিন – এই দিন – বড়দিন।

যিশুর জন্মদিন শুধুমাত্র ঐতিহাসিক দিন নহে, ইহার আধ্যাত্মিকতাও রহিয়াছে। মানবসত্তা এবং মানবজাতির জন্য যিশু প্রাণ উৎসর্গ করিয়াছিলেন। তাঁহার জীবন ছিল তাঁহার বাণী। মানুষকে ভালোবাসায় ছিল তাঁহার বাণীর মূল কথা ও জীবনের মৌল ব্রত। হিব্রু ভাষায় যিশুর নাম 'জেশুয়া মেশিয়াহ', ইংরাজীতে Jesus Chirst. তিনি ক্রুশবিদ্ধ হইয়াছিলেন। তাঁহার ক্রুশ হইতেছে দুঃখবরণ এবং আত্মোৎসর্গের সুমহান প্রতীক। সত্য-প্রেম-অহিংসা এই মানব পরিত্রাতার জীবনের মূল মন্ত্র। তিনি বলিয়াছেন – ঈশ্বর আমাদের পিতা। তাঁহাকে সেবা করিতে হইলে সেবা করিতে হইবে মানুষকে। প্রতিটি মানুষকে হইতে হইবে যিশুর মত নিষ্পাপ এবং সরল। কিন্তু পৃথিবী কতটা গ্রহণ করিতে পারিয়াছে তাঁহার শিক্ষা ? আজিও দেখি 'কপট হিংসা গোপন রাত্রি ছায়ে/হেনেছে নিঃসহায়ে' ; 'মানুষের মনের কথা মনে হয়। দ্বেষ'; 'হিংসায় উন্মত্তপৃথ্বী নিত্য নিঠুর দ্বন্দ্ব'। সাম্প্রদায়িকতা, সন্ত্রাসবাদের উগ্র বিষবাষ্পে চারিদিক আজ কলুষিত। মানবাত্মাও ক্রুশবিদ্ধ।

স্বাধীনতার স্বাদহীনতা

শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

স্বাধীনতা কাহাকে বলে সে সম্বন্ধে আমাদের ব্যক্তিগত কোনও অভিজ্ঞতা নাই। বিদেশী ইংরাজের ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি যখন এ দেশের শাসনভার গ্রহণ করে, তখন হইতে কোন বিপদ হইলে লোকে "দোহাই কোম্পানি বাহাদুরের" বলিয়া আত্মরক্ষায় আর্ত্তনাদ করিত। মহারাণী ভিক্টোরিয়া যখন শাসন-কর্ত্তৃত্ব গ্রহণ করেন তখনও কোম্পানির মুলুক বলিয়া লোকে এ দেশকে অভিহিত করিত। 'মহারাণীর মুলুক'ও না বলিত (পরের পাতায়)

চিঠিপত্র

(মতামত পত্রলেখকের নিজস্ব)

ছাত্রসংসদের ভোটে তৃণমূল নাই কেন ?

গত সপ্তাহে জঙ্গিপুর কলেজে ছাত্র সংসদের ভোটে তৃণমূল কংগ্রেস একটিও আসন পায়নি। আমি তৃণমূলের একজন কর্মী। বলতে দ্বিধা নেই এখানে যারা নেতৃত্ব দিচ্ছেন বা সর্বময় কর্তা হয়ে বসে আছেন, তাদের মধ্যে দলের জন্য, কর্মীদের জন্য কোন সহানুভূতি নেই, সহযোগিতার কোন মনোভাব নেই। কোন্ এলাকায় কোন্ ছাত্র-ছাত্রী বাস করে তাদের নামের তালিকা বা পুর এবং পঞ্চায়েত এলাকা ঘুরে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে দলের প্রচার রাখা কিছুই তারা করেননি। বরং প্রশাসনের কাছে যে কোন ইস্যুতে নীবর থেকে নিজেদের দুর্বলতা প্রকাশ করেছেন। পাশাপাশি কংগ্রেসের দুর্দণ্ডপ্রতাপে তৃণমূলের পায়ের মাটি ক্রমশ এখানে সরে যাচ্ছে। এই ধরনের ঢিলেমি যদি চলতে থাকে তবে আগামী পঞ্চায়েত নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস সাইনবোর্ডে পরিণত হবে। এ ব্যাপারে মমতা ব্যানার্জীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

মহঃ জাকির হোসেন, জঙ্গিপুর।

১৯১০ সাল। বড়দিন উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে খিষ্টোৎসব পালনের সূচনা করিয়াছিলেন। মন্দিরে তাহার আয়োজন করিয়াছিলেন। বড়দিন প্রসঙ্গে তিনি বেদনার সঙ্গে উচ্চারণ করিয়াছিলেন – 'আজ পরিতাপ করবার দিন, আনন্দ করবার নয়। আজ মানুষের লজ্জা সমস্ত পৃথিবী ব্যাপ্ত করে আছে। আজ আমাদের উদ্ধত মাথা ধূলায় নত হোক্, চোখ দিয়ে অশ্রু বয়ে যাক। বড়দিন নিজেকে পরীক্ষা করবার দিন, নিজেকে নম্র করবার দিন।' দয়াহীন সংসারে যিশুকে নিষ্ঠুর ভাবে ক্রুশবিদ্ধ করা হইয়াছিল, বিচারের বাণী সেইদিন নিভৃতে কাঁদিয়াছিল। তিনি তো মানুষকে ভালোবাসিয়া ছিলেন, দোষকে নয়, দোষীকে ক্ষমা করিয়াছিলেন, অন্তর হইতে বিদ্বেষ বিষ নষ্ট করিবার উপদেশ দিয়াছিলেন। এই অপরাধে তাঁহাকে ব্যর্থ নমস্কারে ফিরাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। ইহা কি পরিতাপের বিষয় নহে ? নহে কি মানবাত্মার নির্মম অবমাননা ? আজিও দুনিয়া জুড়িয়া চলিয়াছে সাম্প্রদায়িকতা ও সন্ত্রাসের যুবকাষ্ঠে মনুষ্যত্বের বলিদান। প্রার্থনা করি – বড়দিন তাহাদের চেতনা বলয়ে আনিয়া দিক শুভবুদ্ধি, শুভঙ্কর ভাবনা। ক্ষমা এবং ভালোবাসার রঙে রঞ্জিত হইয়া উঠুক বড়দিন।

ভোট নিয়ে কিছু ভাবনা

অনুপ ঘোষাল

ছোট বেলায় দেখতাম, ভোট হয় পাঁচ বছরে একবার। লোকসভা আর বিধানসভা একসঙ্গে। গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি আর জেলা পরিষদের জন্য পঞ্চায়েত ভোট ছিল না। পৌরসভার ভোট নিয়ে শহরগঞ্জে কিছু মতামত হত বটে, কিন্তু গাঁঘরে ইউনিয়ন বোর্ডের ভোট হত হাত তুলে নাম-কা-ওয়াস্তে। বাবুদের বিরুদ্ধে কেউ যেত না। তখন ভোট নিয়ে এমন রমরমা কোথায়।

ইদানিং ভোট মানে জমজমাট ইৎসব। বাঙালির বারো মাস তেরো পার্বণের মত। কিছু লোকের লুটে নেবার মওকা। ফি-বছর একটা না একটা ভোট লেগেই আছে। লোকসভা, বিধানসভা, পঞ্চায়েত, পুর নির্বাচন তো পালাক্রমে চলছেই। আবার বছরের কোনও সময় স্কুল কিংবা সমবায় সমিতির ভোট বা কলেজের ভোট নিয়েও স্থানীয় মানুষ প্রায়শই উত্তেজনার আগুন পোয়াবার সুযোগ পেয়ে যান। আপাত দৃষ্টিতে মনে হতে পারে গণতন্ত্রের বাজার গরম।

কেন এত ভোট ? মানুষের সহনশীলতা যত কমছে স্বার্থপরতা তত বাড়ছে। আখের গোছানোর ধান্দায় সব দলেই কর্মী কমছে, নেতা বাড়ছে। হাফ নেতা, সিকি নেতাদের দাপটেই নাভিশ্বাস। কে কাকে টেনে নামাবে, তার চূড়ান্ত চেষ্টা। কাঁকড়ার প্রজাতি বাঙালি, কেউ যেন তেন প্রকারেন একটু ওপরের দিকে যাবার ফন্দি আঁটলেই বাকিরা ঠ্যাং ধরে নামাতে উদ্যত। গণতন্ত্রের পীঠস্থান ইংলণ্ড বা আমেরিকায় দু-তিনটি করে মাত্র রাজনৈতিক দল। কোনও গোষ্ঠী গরিষ্ঠতা পেলে বিশ্বাস এবং দাপটের সঙ্গে পাঁচটা বছর শাসন চালায়। আয়ারাম গয়ারামের খেলে গদি ওল্টাবার চানস নেই। এই অর্ধশিক্ষিতের দেশে প্রতি বছরই নানা দল কিংবা উপদল গজিয়ে উঠছে। অন্যকে টেনে নামাবার মহান তাগিদে প্রার্থী দিতে হবে সকলকেই। অথবা জোট এবং ঘোট পাকাতে হবে কোনও রাজনৈতিক মতাদর্শ ছাড়াই। অর্থাৎ যে কোনও ভোটের আগে এবং পরে ব্যক্তি, দল বা উপদলকে নিয়ে টানাহ্যাঁচড়া।

আর এমন পার্লামেন্ট ইলেকশান হলে খেল তো জমে উঠবেই। কেনাবেচার সময় এক একটা ঘোড়ার দাম কোটির অংকে। অতএব ভোটের ময়দানে টাকাপয়সার হরির লুট। যে যেমন পারল, লুটে নিলেই হল ! আজকাল নীতি নিয়ে ভোট হয় না, প্রার্থীর যোগ্যতা বিচার করেও নয়। যোগ্য অথচ সৎ মানুষেরা ভোটে দাঁড়াতে হবে – এমন প্রস্তাব পেলে আঁতকে ওঠেন। রাজনীতির দুর্বৃত্তায়নের পরে সকলেই নিশ্চয় স্বীকার করবেন বুকে হাত দিয়ে, রাজনীতিতে ভাল মানুষের ঠাঁই নেই। আজকাল ভোট হয় দুই 'M'-এর দাপটে। মাসল আর মানি পাওয়ার। যে যত টাকা উড়িয়ে ভোটারের চোখ ধাঁধিয়ে দেবে, হাওয়া তারই। যার মত চ্যালাচামুণ্ডা এবং মস্তানি, ভোটের ময়দানে দখলদারি তারই। নির্বাচনবিধিতে নাকি লেখা আছে একজন প্রার্থী লোকসভার ভোটে দাঁড়িয়ে বিশ পঁচিশ লাখ টাকার বেশী খরচ করতে পারবেন না। কিন্তু(পরের পাতায়) বাস্তবক্ষেত্রে এক একজন রইস প্রার্থীর কোটি টাকা ঢেলেও মন উঠছে না। নির্বাচনপর্ব চুকে গেলে

স্বাধীনতার স্বাদহীনতা

(২য় পাতার পর)

এমন নয়। পরাধীন দেশের আত্মরক্ষায় 'দোহাই মহারাণীর' বলিয়া অভয় আমন্ত্রণ করিত। এত দিনের পরাধীন আমরা স্বাধীনতার প্রকৃত স্বরূপ কি, স্বাধীনতার স্বাদ কি প্রকার তাহা কেমন করিয়া জানিব।

আমাদের বাল্যকালের একটা ঘটনা মনে পড়ে – আমাদের দেশে বাগানে আম, কাঁঠাল ইত্যাদি ফল ফলিয়া থাকে। তখনও কোন বাবুর বাগানে গোলাপ জাম ফলে নাই। দুই একটি বাগানে জামরুল ফলিয়াছিল। সুজাপুর গ্রামের এক বৃদ্ধ মুসলমান এই জামরুল ফেরী করিয়া বেচিত। সে পাড়ায় পাড়ায় 'চাই গোলাপ জাম' বলিয়া জামরুল দিয়া লোকের গোলাপ জাম খাওয়ার সাধ মিটাইত। তারপর যখন সত্যিকার গোলাপ জাম আসিল, তখন বুঝিলাম, লোকটা আমাদের কি বলিয়া কি খাওয়াইয়া ঠকাইয়াছে। হয় তো সে বেচারার অপরাধ নাই, সেও বোধ হয় জানিত না – গোলাপ জাম কাকে বলে। আমাদের নেতৃবর্গ আমাদের কাছে স্বাধীনতা বলিয়া যে দ্রব্য বিলি করিতেছেন, ভয়ে ভয়ে তাই হাসিমুখে গ্রহণ করিতে হইতেছে। কখনও স্বাধীন দেশে যাই নাই। স্বাধীন দেশের লোক কি সুখ ভোগ করে, সেখানকার খাওয়া পরা আমাদের মত কি না, তাহা তুলনা না করিলে বুঝিতে পারিব না যে স্বাধীনতার স্বরূপ কি ? তবে যে স্বাধীনতা আমরা রোজ উপভোগ করিতেছি তা যেন বেশী দিন ভোগ করিলে ধরাধামে বাস করাই দুরূহ বলিয়া মনে হইবে। সবাই বলে – দেশে খাঁটি মানুষ নাই, খাঁটি জিনিস নাই। মানুষ দেখিলেই মনে হয় – হয় তো এ লোকটা হিতাকাঙ্খীর বেশে চোর। স্বাধীনতা নামটাই আমাদের কাছে শববাহকদের কণ্ঠে হরিধ্বনির মত হৃদ্‌কম্প উপস্থিত করে।

বুড়ো বুড়ীদের মুখে আমরা হারাধন কানার দুধ খাওয়ার ভীতির কথা শুনিতাম। হারাধন জন্ম অন্ধ। কাঙালের ঘরে জন্মগ্রহণ ক'রে জ্ঞান হওয়ার পর সে কখনও দুধ খাই নাই। যখন লোকে তাকে বলতো – হারু কানা ! দুধ খাবি ? সে উত্তর করতো না ভাই ঠোঁট কেটে যাবে। লোকে তার দুধ খেয়ে ঠোঁট কাটার কথা শুন্‌বার জন্য তামাসা ক'রে বল্‌তো হারু দুধ খাবি ?

ব্যাপারটা হচ্ছে একদিন হারু তার এক ধনী স্বজাতির বাড়ীতে অতিথি হয়। ধনী তাকে বলে হারু দুধ খাবি ?

হারু – দুধ কেমন দাদাবাবু।

ধনী – সাদা বকের মত।

হারু – বক কেমন ?

ধনী – ঠোঁট আছে।

হারু – ঠোঁট কেমন ?

একটি চাকরের হাতে একখানা কাস্তে ছিল ধনীটি তাই নিয়ে হারুর হাতে দিল। হারু কাস্তেতে হাত বুলিয়ে দেখে বলে উঠলো – না দাদাবাবু, দুধ খাবো না, ঠোঁট কেটে যাবে। আমাদের দেশের ধনী ও ক্ষমতাপন্ন দাদাবাবুরা চাল, ডাল, তেল, কাপড় সব নিয়ে যে চাল চালতে আরম্ভ করেছেন, তাতে আমাদের মত হারু কানার দুধ খেলে ঠোঁট কাটার ভয় পদে পদে। তবুও জাতীয় পতাকার সামনে মস্তক অবনত করিয়া অভিবাদন করি। স্বাধীনতার স্বাদহীনতা কবে দূর হইবে তাহা ভবিতব্যই জানেন। (প্রকাশকাল : ১৩৭১)

আমাদের প্রচুর ষ্টক –
তাই মাঘ-ফাল্গুনের বিয়ের কার্ড পছন্দ করে
নিতে সরাসরি চলে আসুন।

নিউ কার্ডস ফেয়ার

(দাদাঠাকুর প্রেস)

রঘুনাথগঞ্জ (ফোন : ২৬৬২২৮)/৮৪৩৬৩৩০৯০৭

RAMEL INDUSTRIES Ltd.

Regd. Off-15, Krishnanagar Road, Barasat, Kolkata-700126

র‍্যামেল প্রযুক্তির উৎপন্ন সৌরবিদ্যুৎ
এখন উড়িষ্যার কোণায় কোণায়

র‍্যামেল মানে ভরসা
র‍্যামেল মানে আত্মবিশ্বাস
র‍্যামেল মানে প্রাণের বন্ধন

Organized and Published by Murshidabad Zone

ভোট নিয়ে কিছু ভাবনা

(২য় পাতার পর)

হিসেব দেবার সময় একটু মিলিয়ে লিখলেই হল। তারপরেও যদি কোনও 'শত্তুর' প্রমাণ করে দেয় – অমুক দলের তমুক প্রার্থী সীমার বাইরে দেদার খরচ করেই চলেছেন, তখন ঝানু রাজনীতিকটি জবাবদিহি দেবেন – আমার হয়ে কোন গৌরী সেন টাকা ওড়াচ্ছে, তা তো জানি না। আমি নিজে হিসেবের মধ্যেই আছি, ব্যাস ! যেমন আইন, তেমন আইনের ফাঁক ! কে কাকে ধরে ?

এ বিষয়ে দুটো প্রশ্ন ওঠা খুব সংগত। প্রথম প্রশ্ন ঃ নিজের বায়োডাটা দিয়ে ভোটে দাঁড়িয়েছি – এই কথাটা সব ভোটারকে জানিয়ে দেয়াটাই তো যথেষ্ট। সচেতন মানুষের উন্নত দেশে তেমনই তো হয়, পোস্টারও পড়ে না। এদেশে ছড়া থেকে নাটক, ঢাকের বোল থেকে মাইকের কান ফাটানো গর্জন – কিছুই বাদ যায় না ভোটে। এইসব পোস্টার, ফ্লেক্স, প্রিন্টেড হোর্ডিং আর দামি কাট আউট এবং বুথে বুথে ভোটের দিন লাখলাখ টাকা খরচের ঘটা কেন ? দ্বিতীয় প্রশ্নটা হল ঃ ভোটের নামে টাকার হরিলুট যে পারছে ছড়াচ্ছে, তার জন্য আমরা যারা সাধারণ মানুষ তাদের মাথাব্যথার কারণ কী ? চোখ বুজে থাকলেই তো হয় ! যাদের আছে তারা ভোটের বাজারে কটা টাকা ওড়ালে আমাদের গায়ের জ্বালা কেন ?

প্রথম প্রশ্নের জবাবে নিন্দুকে বলে – ভোট বৈতরণী পেরোতেই যত ল্যাঠা ! একবার এম.পি. বা এম.এল.এ হলে আর তাকে পায় কে ! বিশেষজ্ঞদের মতে – রাজনীতির মত বিনা পুঁজির ঝুঁকিহীন ব্যবসা আর নেই। চাকরি, পারমিট বিলোবার মাধ্যমে ; রাস্তাঘাট, নদীর ভাঙনের বোল্ডার ফেলার কমিশন আর কাটমানির মাধ্যমে ধান্দা যখন শুরু হয়ে যাবে – তখন টাকার ঢেউ সামাল দেয়া দায় রাজনীতিকদের। শ্যালক, জামাতা, চ্যালাচামুণ্ডাদের নামে বেনামি করেও উপচে পড়ে উপার্জন। সমালোচকরা তাই বলে – ব্যবসার মধ্যে সেরা ব্যবসা আজ রাজনীতি। সেখানে একটু নয়ছয়ের খেলা তো চলবেই। ভোটের ময়দানটা কি মন্দির মসজিদ নাকি গির্জা ? সাধু হলে গেরুয়া চাপিয়ে বলে যাও, ভোটে নেমো না।

দ্বিতীয় প্রশ্নের জবাবটা হল এইরকম। নেতারা ভোটে টাকা ওড়াচ্ছেন, ঠিক আছে। কিন্তু সেটা কাদের টাকা ! নেতারা রে রে করে উঠবেন – আপনার থেকে টাকা কেড়ে নিচ্ছি ? আমাদের সহযোগিতা করছেন – শিল্পপতি, পুঁজিপতি, বড়বড় ব্যবসায়ীরা। গরিবের ট্যাঁক কেটে আমরা ভোট করি না। গরিবের আমরা মা বাপ।

হ্যাঁগো মাবাপেরা, ভোটের টাকা আপনারা গরিবের ট্যাঁক কেটেই তোলেন। কারণ ওই শিল্পপতি পুঁজিপতি আর রাঘব বোয়াল ব্যবসায়ীরা ভোটের পরেই তাঁদের দেয়া চাঁদার চারগুণ তুলে নেবার কল ফিট করে রেখেছেন। ভোট ফুরোলে দেখবেন, কেমন জিনিসপত্রের দাম লাফ মেরে উঠছে। গত বছরের সাতাশ টাকার চিনি আজ ছত্রিশ। গতবারের তিন টাকার আলু এখন ছয়। ভোটের শেষে চড়চড় করে ষাট টাকার তেল অষ্টআশি টাকা ছুঁয়ে ফেলবে। আপনাদের পায়ে তখন তেল দেব কী করে ?

অতএব ভোটের অঢেল খরচ দেখে সাধারণ মানুষের গায়ে জ্বালা ধরবে বইকি ! সরকারি বাবুদের মাইনে বাড়িয়ে হয়তো তুষ্ট রাখা যাবে, কিন্তু খেটে খাওয়া মানুষের ক্ষোভ ভোটের পর চড়া বাজারে সামলে রাখা যাবে তো ? নেতাদের পেল্লাই কাট আউট আর হেলিকপ্টার দেখে চোখ ভরে কিন্তু পেট ভরে না। ভোটে প্রচারের নামে দেশে হাজার হাজার কোটি টাকা উবে যাচ্ছে হাভাতে মানুষগুলোর চোখের সামনে দিয়েই একথা যেন আমরা ভুলে না যাই !

ফ্ল্যাট ভাড়া দেওয়া হবে

রঘুনাথগঞ্জ বাজার এলাকায় দুই কামড়ার সম্পূর্ণ পৃথক নতুন ফ্ল্যাট ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ-৮৯২৬১৩০৫৩৩/৯৭৩৫২৩২৯৬৪

জঙ্গিপুর কলেজে পুনর্মিলন উৎসব

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর কলেজে পদার্থবিদ্যা অর্নাসের ১৯৯০ সাল থেকে বর্তমান পর্যন্ত কৃতি ছাত্রছাত্রীদের সমন্বয়ে ২৫ ডিসেম্বর কলেজে পুনর্মিলন উৎসব হয়ে গেল। ভারতের বাইরে স্বীকৃতিপ্রাপ্ত বেশ কয়েকজন প্রাক্তন ছাত্র অনুষ্ঠানে যোগ দেন বলে খবর।

নাট্যম বলাকার রজতজয়ন্তীবর্ষ

(১ম পাতার পর)

প্রচারে ২১ ডিসেম্বর "শুঁয়োপোকা" প্রচুর দর্শক টেনেছে। শেষ দিনও "মায়ের মত" দেখতে বেশ হয়। বহিরাগতদের পুরস্কার ও যথাযথ সম্মান দিয়ে জঙ্গিপুরের আতিথেয়তার ঐতিহ্য বজায় রেখেছে নাট্যম্ বলাকা।

শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের কর্মীরা বেতন পেলেন

(১ম পাতার পর)

চাপে শেষ পর্যন্ত ৭৪ জন কর্মী বেতন পান। এ প্রসঙ্গে বর্তমান বোর্ডের চেয়ারম্যান মেহেবুব আলম জানান, নিয়োগপ্রাপ্ত বহু কর্মীর সার্টিফিকেটে গলদ আছে। শিক্ষা পর্ষৎকে দিয়ে প্রার্থীদের শিক্ষাগত যোগ্যতার কাগজপত্র পরীক্ষা করানো হবে।

তিন দিনের বাস ধর্মঘট উঠে গেলেও

(১ম পাতার পর)

এদেরকে নামাতে গেলে বাসও তুলে দেবে। চামড়াও তুলে দেবে। তারা আরো বলেন ; আমরা এতগুলি মালিক কর্মচারী একটা পুরোনো ব্যবসা নিয়ে আছি, আমাদেরকে অগ্রিম রোড ট্রাক্স থেকে শুরু করে সব কিছু মেটাতে হয়। কর্মচারীদের নানা দাবী দাওয়া থাকে। ব্যাপক চুরি আছে। এখানে মহকুমা শাসক, মহকুমা পুলিশ অফিসার, ব্যবসায়ী, সংগঠন, পুরসভার চেয়ারম্যান, ট্রেকার সংগঠন সবাই মিলে দু'বার মিটিং হয়। বেআইনী যানবাহন চলাচল বন্ধ করার প্রতিশ্রুতিও দেয় প্রশাসন। কিন্তু কিছুই হয় না। তাই এবার এ.ডি.এম নিরঞ্জন কুমার ও পরিবহন দপ্তরের অফিসার বিশ্বজিৎ বারিকের আবেদনে মালিকরা ধর্মঘট তুলে নিয়েছেন। তৃণমূলের নব নির্বাচিত আর.টি.ও সদস্য শুভাশিস রায়ও কিছু করছেন না বলে মালিকরা ক্ষোভ প্রকাশ করেন। মালিকদের আরও বক্তব্য, প্রশাসন সত্যিই যদি রাস্তাঘাটের উন্নতি, জবরদখল ও অবৈধ যানবাহনের ব্যাপারে এরকম উদাসীন থাকে তাহলে সমস্যা যেখানে ছিল সেখানেই থাকবে।

জঙ্গিপুর কলেজ কর্তৃপক্ষের কভার তারে হুকিং

(১ম পাতার পর)

দিন আমি নিজে দেখেছি কভার তারে নয় এ্যালুমিনিয়াম তারে হুকিং করা। বিকাশ জানান, ছাত্র নির্বাচনের আগে কলেজে 'নবীনবরণ উৎসব' হয়। ঐ সময় হুকিং করে পর্যাপ্ত বিদ্যুৎ টেনে উৎসবের জৌলুস বাড়ানো হয়েছে। এ প্রসঙ্গে তিনি আরো বলেন, প্রিন্সিপ্যাল ভদ্রতার পরোয়া করেন না। মুখে খৈনি দিয়ে চেয়ারের অপমান করেন। জনৈক বাসিন্দা জানান, ছাত্র সংসদের নির্বাচনের দিন কলেজ চত্বরকে আলোকিত করে রাখতে বেশ কিছু হ্যালোজেন লাগানো হয়। ঐ সময় হুকিং করে বিদ্যুৎ নেওয়া হয়েছিল। এ সব কিছু কলেজ কর্তৃপক্ষের জানা। আমার মতো এলাকার অনেকেই সেটা দেখেছে।

মহেন্দ্র দত্তের ছাতা

প্রসিদ্ধ মহেন্দ্রলাল দত্তের ছাতা, ব্যাগ ও রেন কোর্ট এখন কোলকাতার দামে এখানেও পাবেন।

পরিবেশক : চন্দ্রস্ সিণ্ডিকেট

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত প্রেসের মোড়

রূপ চর্চায় আমরা আছি – থাকবো

আধুনিক ছোঁয়ায় বিয়ের কনে বা নববধূ এবং তত্ত্ব সাজানোতে আমরাই এখানে শেষ কথা। যোগাযোগ – ৯৪৭৪৭০৭৬৯৯

জঙ্গীপুরের গর্ব

আমাদের প্রতিষ্ঠান দুপুরে বন্ধ থাকে না

জঙ্গীপুর গিনি হাউস

শীততাপনিয়ন্ত্রিত শোরুম

গহনা ক্রয়ের উপরে ১২ মাস টাকা জমিয়ে ১ কিস্তি ফ্রি পাওয়া যায়।

আপনার প্রিয় শহর রঘুনাথগঞ্জ (দরবেশপাড়া), মুর্শিদাবাদ, Mob.-9434442169/9733893169

দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ-রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) পিন-৭৪২২২৫ হইতে স্বত্বাধিকারী অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।